

একনজরে

আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেট

একনজরে বিশ্বকাপ ২০১১

- ⇒ মোট ম্যাচ : ৪৯
 - ⇒ ভারতে : ২৯
 - ⇒ শ্রীলঙ্কায় : ৮
 - ⇒ বাংলাদেশে : ৮
 - ⇒ প্রথমে ব্যাট করে জয় : ২৪
 - ⇒ পরে ব্যাট করে জয় : ২৩
 - ⇒ টাই : ১ (ভারত-ইংল্যান্ড)
 - ⇒ পরিত্যক্ত : (শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া)
 - ⇒ প্রথমে ব্যাট করা দলের গড় রান : ২৪৬
 - ⇒ মোট বাউন্ডারি : ১৯০৩
 - ⇒ মোট ওভার বাউন্ডারি : ২৫৮
 - ⇒ সেঞ্চুরি : ২৪
 - ⇒ ইনিংসে ৪ উইকেট বা তার চেয়ে বেশি : ৩৪
 - ⇒ সেঞ্চুরি জুটি : ৩৮
 - ⇒ সর্বাধিক সেঞ্চুরি : দুটি করে আছে শচীন টেডুলকার, তিলকরত্নে দিলশান, এ বি ডি ভিলিয়ান্স, রেন টেন ডেশাটে, মাহেলা জয়াবর্ধনে ও উপুল থারঙ্গা।
 - ⇒ সেরা পার্টনারশিপ : ২৮২ (থারঙ্গা-দিলশান, প্রথম উইকেটে, বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে)
 - ⇒ সর্বোচ্চ রান
- ব্যাটসম্যান দেশ ম্যাচ রান সর্বোচ্চ গড় ১০০/৫০
- দিলশান শ্রীলঙ্কা ৯ ৫০০ ১৪৪ ৬২.৫০ ২/২
- টেডুলকার ভারত ৯ ৪৮২ ১২০ ৫৩.৫৬ ২/২
- সাপ্গাকারা শ্রীলঙ্কা ৯ ৪৬৫ ১১১ ৯৩.০০ ১/৩
- ট্রট ইংল্যান্ড ৭ ৪২২ ৯২ ৬০.২৮ ০/৫
- থারঙ্গা শ্রীলঙ্কা ৯ ৩৯৫ ১৩৩ ৫৬.৪২ ২/১
- ⇒ সর্বোচ্চ উইকেট
- বোলার দেশ ম্যাচ উইকেট সেরা গড় ইকো.

আফ্রিদি পাকিস্তান ৮ ২১ ৫/১৬ ১২.৮৫ ৩.৬২

জহির ভারত ৯ ২১ ৩/২০ ১৮.৭৬ ৪.৮৩

সাউদি নিউজিল্যান্ড ৮ ১৮ ৩/১৩ ১৭.৩৩ ৪.৩১

পিটারসন দ. আফ্রিকা ৭ ১৫ ৪/১২ ১৫.৮৬ ৪.২৫

মুরালিধরন শ্রীলঙ্কা ৯ ১৫ ৪/২৫ ১৯.৪০ ৪.০৯

⇒ বেশি বাউন্ডারি মারা ব্যাটসম্যান

তিলকরত্নে দিলশান (শ্রীলঙ্কা) ৬১ ৯ ম্যাচ

শচীন টেন্ডুলকার (ভারত) ৫২ ৯ ম্যাচ

উপুল থারাসা (শ্রীলঙ্কা) ৫২ ৯ ম্যাচ

কুমার সাঙ্গাকারা (শ্রীলঙ্কা) ৪৪ ৯ ম্যাচ

ব্র্যাড হ্যাডিন (অস্ট্রেলিয়া) ৪০ ৭ ম্যাচ

⇒ বেশি বাউন্ডারি যাঁদের বলে

জহির খান (ভারত) ৪২ ৯ ম্যাচ

অ্যালিজা^a ওটিয়েনো (কেনিয়া) ৩৭ ৬ ম্যাচ

টিম সাউদি (নিউজিল্যান্ড) ৩৬ ৮ ম্যাচ

টিম ব্রেসনান (ইংল্যান্ড) ৩৫ ৭ ম্যাচ

⇒ বেশি ছক্কা মারা ব্যাটসম্যান

রস টেলর (নিউজিল্যান্ড) ১৪ ৮ ম্যাচ

কিয়েরন পোলার্ড (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) ১১ ৭ ম্যাচ

কেভিন ও'ব্রায়েন (আয়ারল্যান্ড) ৯ ৬ ম্যাচ

শচীন টেন্ডুলকার (ভারত) ৮ ৯ ম্যাচ

এবি ডি ভিলিয়ার্স (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৭ ৫ ম্যাচ

⇒ বেশি ছক্কা যাঁদের বলে

থায়ের সোয়ান (ইংল্যান্ড) ১২ ৭ ম্যাচ

রবিন পিটারসন (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৯ ৭ ম্যাচ

পিটার সিলার (আয়ারল্যান্ড) ৯ ৬ ম্যাচ

যুবরাজ সিং (ভারত) ৭ ৯ ম্যাচ

পীযুষ চাওলা (ভারত) ৬ ৩ ম্যাচ

⇒ সেরা ইনিংস

১৭৫ (১৪০ বলে) বীরেন্দ্র শেবাগ বিপক্ষ বাংলাদেশ

১৫৮ (১৪৫ বলে) অ্যাড্রু স্ট্রাউস বিপক্ষ ভারত

১৪৪ (১৩১ বল) তিলকরত্নে দিলশান বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে
১৩৪ (৯৮ বলে) এবি ডি ভিলিয়ার্স বিপক্ষ নেদারল্যান্ডস
১৩৩ (১৪১ বলে) উপুল থারঙ্গা বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে

⇒ সেরা বোলিং

৮.৩-০-২৭-৬ কেমার রোচ বিপক্ষ নেদারল্যান্ডস
৭.৪-০-৩৮-৬ লাসিথ মালিঙ্গা বিপক্ষ কেনিয়া
৮-৩-১৬-৫ শহীদ আফ্রিদি বিপক্ষ কেনিয়া
১০-০-২৩-৫ শহীদ আফ্রিদি বিপক্ষ কানাডা
১০-০-৩১-৫ যুবরাজ সিং বিপক্ষ আয়ারল্যান্ড

⇒ হ্যাটট্রিক

কেমার রোচ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) বিপক্ষ নেদারল্যান্ডস
লাসিথ মালিঙ্গা (শ্রীলঙ্কা) বিপক্ষ কেনিয়া

⇒ সর্বাধিক ক্যাচ নেওয়া ফিল্ডার

মাহেলা জয়াবর্ধনে (শ্রীলঙ্কা) ৮
জ্যাক ক্যালিস (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৬
কিয়েরন পোলার্ড (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) ৬
রবিন পিটারসন (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৬
তিলকরত্নে দিলশান (শ্রীলঙ্কা) ৬

⇒ সর্বাধিক ডিসমিসাল (উইকেটকিপার)

কুমার সাঙ্গাকারা (শ্রীলঙ্কা) : ১৪ (৯ ম্যাচ)
ব্র্যাড হ্যাডিন (অস্ট্রেলিয়া) : ১৩ (৭ ম্যাচ)
কামরান আকমল (পাকিস্তান) : ১২ (৮ ম্যাচ)
ম্যাট প্রায়র (ইংল্যান্ড) : ১০ (৬ ম্যাচ)
মহেন্দ্র সিং ধোনি (ভারত) : ১০ (৯ ম্যাচ)

⇒ সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস

৩৭০/৪ ভারত বিপক্ষ বাংলাদেশ ঢাকা ১৯ ফেব্রু.
৩৫৮/৬ নিউজিল্যান্ড বিপক্ষ কানাডা মুম্বাই ১২ মার্চ
৩৫১/৫ দ. আফ্রিকা বিপক্ষ নেদারল্যান্ডস মোহালি ৩ মার্চ
৩৩৮/১০ ভারত বিপক্ষ ইংল্যান্ড বেঙ্গালুরু ২৭ ফেব্রু.
৩৩৮/৮ ইংল্যান্ড বিপক্ষ ভারত বেঙ্গালুরু ২৭ ফেব্রু.

⇒ সর্বনিম্ন দলীয় ইনিংস

৫৮/১০ বাংলাদেশ বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঢাকা ৪ মার্চ

৬৯/১০ কেনিয়া বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড চেম্বাই ২০ ফেব্রু.

৭৮/১০ বাংলাদেশ বিপক্ষ দ. আফ্রিকা ঢাকা ১৯ মার্চ

১১২/১০ ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিপক্ষ পাকিস্তান ঢাকা ২৩ মার্চ

১১২/১০ কেনিয়া বিপক্ষ পাকিস্তান হাসানটোটা ২৩ ফেব্রু.

⇒ বড় জয়

রানের ব্যবধানে : ২৩১ রান, দক্ষিণ আফ্রিকা, বিপক্ষ নেদারল্যান্ডস, মোহালি, ৩ মার্চ

উইকেটের ব্যবধানে : ১০ উইকেট, নিউজিল্যান্ড, বিপক্ষ কেনিয়া, চেম্বাই, ২০ ফেব্রুয়ারি

(১০ উইকেটের জয় আছে আরো দুটি। কোয়ার্টার ফাইনালে পাকিস্তান হারিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আর শ্রীলঙ্কা হারিয়েছিল ইংল্যান্ডকে)

বলের ব্যবধানে : ২৫২ বল বাকি থাকতে নিউজিল্যান্ড হারিয়েছিল কেনিয়াকে, চেম্বাইয়ে, ২০ ফেব্রুয়ারি

কম ব্যবধানে : ২ বল বাকি থাকতে দক্ষিণ আফ্রিকা নাগপুরে ১২ মার্চ হারিয়েছিল ভারতকে

⇒ ওভার

৫ম ওভারে রান হয়েছে সবচেয়ে বেশি ৫২০

৫০তম ওভারে রান রেট ছিল সবচেয়ে বেশি (১০.০৭)

১৬তম ওভারে রান হয়েছে সবচেয়ে কম ৩.৮৭ রেটে

৫০তম ওভারে রান হয়েছে সবচেয়ে কম ৩৪৯

১১, ২০ ও ২৫ নম্বর ওভারে উইকেট পড়েছে সবচেয়ে কম ৭টি করে

রেকর্ড কর্নার বিশ্বকাপের ফাইনাল

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে সবচেয়ে বেশি ছয়বার খেলেছে অস্ট্রেলিয়া। সর্বোচ্চ ৪টি ফাইনাল খেলেছেন রিকি পন্টিং ও গ্লেন ম্যাকগ্রা। তবে সর্বোচ্চ ৩ বার অধিনায়ক ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্লাইভ লয়েড। সবচেয়ে বেশি রান করেছেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, তিন ফাইনালে ২৬০। সর্বোচ্চ ইনিংসটিও তাঁর ১৪৯ গত বিশ্বকাপে ব্রিজটাউনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। বোলিংয়ে সবার আগে জোয়েল গার্নার ও গ্লেন ম্যাকগ্রা। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান গার্নার ২ ম্যাচে ও ম্যাকগ্রা ৪ ম্যাচে পেয়েছেন ৬ উইকেট। ১৯৭৯ বিশ্বকাপে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গার্নারের ৩৮ রানে ৫ উইকেট ফাইনালের সেরা বোলিং। সবচেয়ে বড় দলীয় ইনিংসটি ২০০৩ বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ৩৫৯। সর্বনিম্ন ইনিংসটি পাকিস্তানের ১৩২, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৯৯ বিশ্বকাপে। ২০০৩ সালে তৃতীয় উইকেটে ডেমিয়েন মার্টিন ও রিকি পন্টিংয়ের অপরাধিত ২৩৪ রান বিশ্বকাপ ফাইনালের সবচেয়ে বড় জুটি।

এ আসরের যত রেকর্ডরেকর্ড গড়ে, রেকর্ড ভাঙে। সব আসরেই তাই জমে ওঠে ভাঙা-গড়ার এ খেলা। ২০১১ বিশ্বকাপেও এ খেলা কম জমেনি। সুপারস্টার শচীন টেডুলকার, রিকি পন্টিং, শহীদ আফ্রিদি, জহির খানদের পাশাপাশি তাই উঠে এসেছে কেভিন ও'ব্রায়েন, অ্যালোঙ্ কুসাকদের নাম। লিখেছেন কামরুল হাসান

এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান

এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ডটা হয়েছিল ২০০৭ বিশ্বকাপে। সেন্ট কিটসে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের দুই ইনিংস মিলিয়ে রান উঠেছিল ৬৭১। এবারের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড-ভারত ম্যাচে ভেঙে গেছে সেই রেকর্ড। ব্যাঙ্গলুরুতে ভারতের ৩৩৮ রান তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ডও ৫০ ওভার শেষে করেছে ৮ উইকেটে ৩৩৮। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৬৭৬ রান ওঠা সেই ম্যাচটা টাই হয়েছে এবং রানের দিক থেকে পেছনে ফেলেছে আগের বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচটাকে।

সবচেয়ে বেশি রান

২০১১ বিশ্বকাপ শুরুর আগে ১৭৯৬ রান নিয়ে এই রেকর্ডটা শচীন টেডুলকারেরই ছিল। কিন্তু ব্যাটিং জিনিয়াস এবারের বিশ্বকাপে আরো ৪৮২ রান যোগ করে নিজেকে নিয়ে গেছেন অন্য এক উচ্চতায়। ২২৭৮ রান নিয়ে তিনি এখন শুধু বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক নন, ২ হাজার রানের মাইলফলক পেরোনো একমাত্র ক্রিকেটারও। মোট ১৭৪৩ রান নিয়ে টেডুলকারের পরের অবস্থানটা রিকি পন্টিংয়ের।

সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি

চারটি করে সেঞ্চুরি নিয়ে এই বিশ্বকাপের আগের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির মালিক ছিলেন শচীন টেডুলকার, রিকি পন্টিং, সৌরভ গাঙ্গুলী ও মার্ক ওয়াহ। কিন্তু এবার দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি সেঞ্চুরি করে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন টেডুলকার। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত তাঁর সেঞ্চুরি ৬টি। ৫ সেঞ্চুরি করে এখানেও তাঁর পরের অবস্থানটা রিকি পন্টিংয়ের। সদ্য সাবেক হওয়া অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক এবার তাঁর একমাত্র সেঞ্চুরিটি করেছেন কোয়ার্টার ফাইনালে, ভারতের বিপক্ষে।

সেরা স্ট্রাইক রেট (বোলার)

২১ উইকেট নিয়ে শহীদ আফ্রিদির সঙ্গে যুগ্মভাবে এবারের বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি জহির খান। কিন্তু এক দিক দিয়ে তিনি পেছনে ফেলেছেন সবাইকে। এখন পর্যন্ত তিনটি বিশ্বকাপ খেলা এ ভারতীয় পেসার মোট ৪৪ উইকেট পেয়েছেন ২৭.১ স্ট্রাইক রেটে। বিশ্বকাপের বোলারদের মধ্যে তার চেয়ে কম স্ট্রাইক রেট নেই আর কারো। এর আগে এ রেকর্ডটা ছিল অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাকগ্রাথ। তাঁর উইকেটপ্রতি বল খরচ করতে হয়েছে ২৭.৫ করে। এক আসরে সবচেয়ে বেশি চারবার ম্যাচে ৪ বা তার বেশি উইকেট এই বিশ্বকাপেই নিয়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি। এর আগে চারবার করে ইনিংসে ৪ বা তার চেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছিলেন শেন ওয়ার্ন ও মুত্তিয়া মুরালিধরন। স্ট্রাইক রেটে তাঁদের চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে আফ্রিদি।

এক ইনিংসে সবচেয়ে ভালো স্ট্রাইক রেট (বোলার)

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাল্লেকেলেতে মাত্র ৩ ওভার বল করে ৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট পেয়েছেন তিলকরত্নে দিলশান। উইকেটপ্রতি তাঁর বল খরচ করতে হয়েছে মাত্র ৪.৫ করে। বিশ্বকাপ ইতিহাসে এর চেয়ে কম স্ট্রাইক রেটে উইকেট পাননি আর কোনো বোলার। এর আগের রেকর্ডটা ছিল নিউজিল্যান্ডের ক্রিস হ্যারিসের। ১৯৯৯ বিশ্বকাপে তিনি ৩.১ ওভার বল করে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন ৪.৭ স্ট্রাইক রেটে।

জুটিতে সর্বোচ্চ রান

বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথম উইকেট জুটিতে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটি হয়েছে এবারের বিশ্বকাপে। গড়েছেন দুই শ্রীলঙ্কান ওপেনার তিলকরত্নে দিলশান ও উপুল থারঙ্গা। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে উদ্বোধনী জুটিতে এরা দুজন মিলে তোলেন ২৮২ রান। ওপেনিং জুটিতে সর্বোচ্চ রানের এর আগের রেকর্ডটি ছিল দুই পাকিস্তানি ওপেনার সাঈদ আনোয়ার ও ওয়াজাহাতুল্লাহ ওয়াস্তির। ১৯৯৯ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এরা দুজন মিলে রান তুলেছিলেন ১৯৪।

বিশ্বকাপে ৬ষ্ঠ উইকেট জুটিতে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটিও হয়েছে এবারের বিশ্বকাপে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই রেকর্ডটি গড়েছেন দুই আইরিশ ব্যাটসম্যান কেভিন ও'ব্রায়েন ও অ্যালেক্স কুসাক। ব্যাঙ্গালুরুতে তাঁরা দুজন মিলে ৬ষ্ঠ উইকেটে করেছিলেন ১৬২ রান। সবচেয়ে বেশি ম্যাচ

কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে দল বাদ পড়ে যাওয়ায় এবার মাত্র ৭টি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন রিকি পন্টিং। তবে সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে ৪৬ ম্যাচ খেলা সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ইয়ান ফ্লোমিংকে পেছনে ফেলে এবার এ রেকর্ডের মালিক হয়েছেন রিকি পন্টিং। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা ক্রিকেটার। এবারের বিশ্বকাপে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ম্যাচ খেলেও টেন্ডুলকারের স্পর্শ করা হয়নি পন্টিংকে। তিনি আটকে গেছেন ৪৫ ম্যাচে। এই দুই কিংবদন্তিরই যেহেতু আগামী বিশ্বকাপটি খেলার সম্ভাবনা কম, এ রেকর্ডটিও তাই পন্টিংয়ের থেকে যাবে অনেক দিন। কারণ এ দুজনের পরেই আছেন মুত্তিয়া মুরালিধরন (৪০ ম্যাচ), আর তিনি তো অবসরই নিয়ে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে।

অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ

সাবেক নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ইয়ান ফ্লোমিংকে পেছনে ফেলে এবার এ রেকর্ডের মালিক হয়েছেন রিকি পন্টিং। এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে ২৯টি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। এর ২৬টিতে জিতে অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি জয়ের রেকর্ডটিও তাঁর। ২৭ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করে ১৬টি জয় নিয়ে পন্টিংয়ের পরে আছেন ফ্লোমিং।

সবচেয়ে বেশি দর্শক

মাঠ, টিভি ও ইন্টারনেট মিলিয়ে শুধু ভারত-শ্রীলঙ্কা ফাইনালটাই দেখেছে বিশজুড়ে ৬৭.৬ মিলিয়ন দর্শক। এর আগে কখনোই বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচে এত বেশি দর্শক ছিল না। টিআরপিতে ফাইনালের পরেই ছিল ভারত-পাকিস্তান সেমিফাইনাল (৬৭.৩ মিলিয়ন) ও ভারত-অস্ট্রেলিয়া (৫৩ মিলিয়ন) কোয়ার্টার ফাইনাল।

একনজরে

আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেট

ফাইনাল ম্যাচের ফলাফল

১৯৭৫রানে জয়ী ১৭ ওয়েস্ট ইন্ডিজ :ফলাফল (২৭৪) অস্ট্রেলিয়া (৮/২৯১) ওয়েস্ট ইন্ডিজ :

১৯৭৯ রানে জয়ী ৯২ ওয়েস্ট ইন্ডিজ :ফলাফল (১৯৪) ইংল্যান্ড (৯/২৮৬)ওয়েস্ট ইন্ডিজ:

১৯৮৩রান ৪৩ ভারত :ফলাফল (১৪০) ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৮৩) ভারত :ে জয়ী

১৯৮৭রানে জয়ী ৭ অস্ট্রেলিয়া :ফলাফল (৮/২৪৬) ইংল্যান্ড (৫/২৫৩) অস্ট্রেলিয়া :

১৯৯২সবাই আউট ২২৭) ইংল্যান্ড (৬/২৪৯) পাকিস্তান :) ফলাফলরানে জয়ী ২২ পাকিস্তান :

১৯৯৬উইকেটে জয়ী ৭ শ্রীলঙ্কা :ফলাফল (৭/২৪১) অস্ট্রেলিয়া (৩/২৪৫) শ্রীলঙ্কা :
 ১৯৯৯উইকেটে জয়ী ৮ অস্ট্রেলিয়া :ফলাফল (১৩২) পাকিস্তান (২/১৩৩) অস্ট্রেলিয়া :
 ২০০৩রানে জয়ী ১২৫ অস্ট্রেলিয়া :ফলাফল (২৩৪) ভারত (২/৩৫৯) অস্ট্রেলিয়া :
 ২০০৭রানে জয়ী ৫৩ অস্ট্রেলিয়া :ফলাফল (৮/২১৫) শ্রীলঙ্কা (৪/২৮১) অস্ট্রেলিয়া :
 ২০১১উইকেটে জয়ী ৬ ভারত :ফলাফল (৬/২৭৪) শ্রীলঙ্কা (৪/২৭৭) ভারত :

রেকর্ডের ধরণ	১ম	২য়	সূত্র
সর্বোচ্চ রান	 ভারত v টেমপ্লেট:Country data Bermuda ২০০৭	 শ্রীলঙ্কা v  কেনিয়া ১৯৯৬	৩৯৮৫- [৫]
সর্বনিম্ন রান	 কানাডা v  শ্রীলঙ্কা ২০০৩	 নামিবিয়া v  অস্ট্রেলিয়া ২০০৩	৪৫- [৬]
সর্বোচ্চ রানকে ধাওয়া করে জয়	 শ্রীলঙ্কা v  জিম্বাবুয়ে ১৯৯২	 ইংল্যান্ড v ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০০৭	৩০১৯- [৭][৮]
সবচেয়ে বড় রানের ব্যবধানে জয়	 ভারত v টেমপ্লেট:Country data Bermuda ২০০৭	 অস্ট্রেলিয়া v  নামিবিয়া ২০০৩	২৫৬- [৯]
সবচেয়ে কম রানের ব্যবধানে জয়	 অস্ট্রেলিয়া v  ভারত ১৯৮৭	 অস্ট্রেলিয়া v  ভারত ১৯৯২	১- [১০]
সর্বোচ্চ জয় (%)	 অস্ট্রেলিয়া	 দক্ষিণ আফ্রিকা	৬৫%০০- [১১]
সবচেয়ে বেশী জয়	 অস্ট্রেলিয়া	 ইংল্যান্ড	৩৬- [১১]
সর্বাধিক হার	 জিম্বাবুয়ে	 শ্রীলঙ্কা	৩০- [১১]

The result percentage excludes no results and counts ties as half a win.[\[১১\]](#)

[সম্পাদনা] অন্যান্য

- সবচেয়ে কম রানের ব্যবধানে জয়ী দু'টি দলই হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। এছাড়াও -, বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ইতিহাসে ৩টি ম্যাচ টাই বা ড্র হয়েছে।[\[১২\]](#)
- ১ম টাইঃ ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে যাতে চূড়ান্ত ওভারে জয়ের জন্য- মাত্র ১ রানের দরকার পড়লেও রান আউটের শিকার হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গিয়ে ফাইনালে খেলতে পারেনি।[\[১৩\]](#)

- ২য় টাইঃ ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা ডার্কওর্থ লুইস পদ্ধতির-কারণে শ্রীলংকার কাছে পরাজিত হয়। বৃষ্টিবিঘ্নিত খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যান উইকেট অক্ষত রাখার কারণে রান নেয়নি। ফলে ম্যাচটি টাই হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সুপার সিক্স পর্যায়ে কোন সুবিধা নিতে পারেনি।^[১৪]
- ৩য় টাইঃ ২০০৭ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে জ্যামাইকার রাজধানী কিংস্টনে অনুষ্ঠিত গ্রুপ ম্যাচে আয়ারল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ের মধ্যে।^[১৫]

[সম্পাদনা] একটি টুর্নামেন্টে

রেকর্ডের ধরণ	১ম	২য়	৩য়	সূত্র
শতকরা হিসেবে সর্বোচ্চ জয়ী	 অস্ট্রেলিয়া ২০০৭ ১০০%	 অস্ট্রেলিয়া ২০০৩ ১০০%	 শ্রীলঙ্কা ১৯৯৬ ১০০%	^[১৬]

- সর্বমোট খেলার সংখ্যা অনুসারে এই র‍্যাংক করা হয়েছে।
- ২০০৭ সালে অস্ট্রেলিয়া ১১টি ম্যাচ খেলেছে।
- ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়া ১১টি ম্যাচ খেলেছে।
- ১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কা ৮টি ম্যাচ খেলেছে। (টি খেলায় ওয়াকওভার পায় ২ তন্মধ্যে)
- এছাড়াও, ১৯৭৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫টি ম্যাচ খেলেছে সবকটিতেই বিজয়ী হয়েছিল।^[১৬]

[সম্পাদনা] যা স্মরণীয় হয়ে আছে

রেকর্ডের ধরণ	১ম	২য়	সূত্র
সবচেয়ে বেশী জয়ী	 অস্ট্রেলিয়া ১৯৯৯ – ২০০৭	২৩ [^] ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৭৫ – ১৯৭৯	৯ ^[১৭]
ধারাবাহিকভাবে সবচেয়ে বেশী পরাজিত	 জিম্বাবুয়ে ১৯৮৩ – ১৯৯২	১৮  নেদারল্যান্ডস ১৯৯৬ – ২০০৭	১০ ^[১৮]
ধারাবাহিকভাবে সবচেয়ে বেশী অপরাজিত দল	 অস্ট্রেলিয়া ১৯৯৯ – ২০০৭	২৯ [^] ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৭৫ – ১৯৭৯	৯ ^[১৯]

দ্রষ্টব্যঃ ^ = চলমান।

[সম্পাদনা] ব্যাটিং



শচীন তেডুলকার বিশ্বকাপে যেকোন খেলোয়াড়ের চেয়ে সবচেয়ে বেশী রান করেন।-



রিকি পন্টিং বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশী ছক্কা বা সিক্স মারেন।

[সম্পাদনা] সামগ্রীকভাবে

রেকর্ডের ধরণ	১ম		২য়		সূত্র
সবচেয়ে বেশী রান	 শচীন তেডুলকার	১,৭৯৬ ^১	 রিকি পন্টিং	১,৫৩৭ ^১	[২০]
সর্বোচ্চ গড় (কমপক্ষে ২০ ইনিংস)	ভিভিয়ান রিচার্ডস	৬৩৩.১	 রাহুল দ্রাবিড়	৬১৪২.১	[২১]
স্ট্রাইক রেট (কমপক্ষে ২০ ইনিংস)	 কপিল দেব	১১৫১৪.	 এডাম গিলক্রিস্ট	৯৮০১.	[২২]
দ্রুততম সেঞ্চুরী	 ম্যাথু হেইডেন বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০০৭	৬৬ বলে	 জন ডেভিসন বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০০৩	৬৭ বলে	[২৩]
দ্রুততম হাফসেঞ্চুরী-	 ব্রেণ্ডন ম্যাককুলাম বনাম কানাডা,	২০ বলে	 মার্ক বাউচার বনাম	২১ বলে	[২৪]
























	২০০৭		নেদারল্যান্ড, ২০০৭		
সবচেয়ে বেশী সেঞ্চুরী বা শতক	 সৌরভ গাংগুলী  মার্ক ওয়াহ  শচীন তেডুলকার ^১  রিকি পন্টিং ^১	৪	 রমিজ রাজা  সাদ্দাদ আনোয়ার  সনাথ জয়াসুরিয়া ^১ ভিভ রিচার্ডস  ম্যাথু হেইডেন	৩	[২৩]
সবচেয়ে বেশী অর্ধ-সেঞ্চুরী-শতক বা হাফ	 শচীন তেডুলকার	১৭ ^১	 হার্শেল গিবস্  রিকি পন্টিং	১০ ^১	[২৫]
সবচেয়ে বেশী শূণ্য রান বা ডাক	 নাতান এসলে	৫ বার ২২) খেলায়)	 ইজাজ আহমেদ	৫ বার ২৬) খেলায়)	[২৬]
সর্বোচ্চ ছক্কা বা ছয় রান	 রিকি পন্টিং ^১	৩০	 হার্শেল গিবস্ ^১	২৮	[২৭]
সর্বোচ্চ রান	 গ্যারী কারস্টেন বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), ১৯৯৬	১৮৮ ^a	 সৌরভ গাংগুলী বনাম ??, ১৯৯৯	১৮৩	[২৮]
শুধুমাত্র বাউণ্ডারী মেরে সর্বোচ্চ রানকারী	 সৌরভ গাংগুলী , ১৯৯৯	১১০	ভিভ রিচার্ডস , ১৯৮৭	১০৬	[২৮]
সর্বোচ্চ রানের জুটি	 রাহুল দ্রাবিড় এবং সৌরভ গাংগুলী ২য় উইকেটে বনাম শ্রীলংকা, ১৯৯৯	৩১৮	 শচীন তেডুলকার এবং সৌরভ গাংগুলী ২য় উইকেটে বনাম নামিবিয়া, ২০০৩	২৪৪	[২৯]

- শচীন তেডুলকার অনেকগুলো ব্যাটিং রেকর্ড তৈরী করেছেন। তন্মধ্যে, সর্বোচ্চ সেঞ্চুরী, সর্বোচ্চ হাফ সেঞ্চুরী এবং সবচেয়ে-বেশী রান। এছাড়াও, শচীন তেডুলকার সবচেয়ে বেশী ম্যান অব দ্য ম্যাচ পুরস্কার পেয়েছেন।[\[৩০\]](#)
- শচীন তেডুলকারের পাশাপাশি রাহুল দ্রাবিড় এবং সৌরভ গাংগুলি টি সর্বোচ্চ রানের ৩ ম্যান বিশ্বকাপে ব্যাটস্-এই ত্রয়ী - জুটি গড়েছেন।[\[৩১\]](#)

[\[সম্পাদনা\]](#) একটি টুর্নামেন্টে



ভারতের সৌরভ গাংগুলী বিশ্বকাপের এক আসরে ৩টি সেঞ্চুরী করে রেকর্ড গড়েন।

রেকর্ডের ধরণ	১ম			২য়			সূত্র
সবচেয়ে বেশী সেঞ্চুরী বা ১০০রান +	 মার্ক ওয়াহ  সৌরভ গাংগুলী  মেথু হেইডেন	৩	১৯৯৬ ২০০৩ ২০০৭	 গ্লেন টার্নার  জিওফ মার্শ  ডেভিড বুন্  রমিজ রাজা  শচীন তেডুলকার  সাদ্দ আনোয়ার  রাহুল দ্রাবিড়  রিকি পন্টিং  মারভান আতাপাতু  সনাথ জয়সুরিয়া  কেভিন পিটারসেন	২	১৯৭৫ ১৯৮৭ ১৯৯২ ১০০২ ১৯৯৬ ১৯৯৯ ১৯৯৯ ২০০৩ ২০০৩ ২০০৭ ২০০৭	[২৩]
সবচেয়ে বেশী অর্ধশতক - ৫০ বা+ রান	 শচীন তেডুলকার	৭	২০০৩ ^{[৩২]}	 ডেভিড বুন্  রিকি পন্টিং  মাহেলা জয়বর্ধনে  স্কট স্টাইরিস  কেভিন পিটারসেন  গ্রেইম স্মিথ	৫	১৯৮৭ ২০০৭	[২৫]
টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশী রান	 শচীন তেডুলকার	৬৭৩ টি (১১) ম্যাচে)	২০০৩	 মেথু হেইডেন	৬৫৯ টি (১০) ম্যাচে) ^{[৩৩]}	২০০৭	[৩৪]

- শচীন তেডুলকার বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশী অর্ধশতক করে রেকর্ড গড়েছেন। এছাড়াও-, ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে তিনি দু'বার নব্বুই ও আশির ঘরে আউট হন। [\[৩২\]](#)



গ্রেইম স্মিথ সেঞ্চুরী করেন।-টি হাফ৪ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে (দঃ আফ্রিকা)

রেকর্ড	১ম			সূত্র
ধারাবাহিকভাবে শতক বা সেঞ্চুরী করেছেন	রাহুল দ্রাবিড় সাজিদ আনোয়ার মার্ক ওয়াহ রিকি পন্টিং ম্যাথু হেইডেন	২	১৯৯৯ ১৯৯৯ ১৯৯৬ ২০০৩-২০০৭ ২০০৭	[৩৫]
ধারাবাহিকভাবে অর্ধশতক করেছেন-	গ্রেইম ফাওলার নভজোৎ সিং সিধু ডেভিড বুন্ শচীন তেডুলকার শচীন তেডুলকার গ্রেইম স্মিথ	৪	১৯৮৩ ১৯৮৭ ১৯৮৭-১৯৯২ ১৯৯৬ ২০০৩ ২০০৭	[৩৬]
ধারাবাহিক রানে শূণ্য রান বা ডাক	নিকোলাস ডি গ্রুট	৩	২০০৩	[৩৭]

- অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং ২০০৩ সালে ভারতের বিপক্ষে ফাইনালে সেঞ্চুরী করেন। এছাড়াও তিনি ২০০৭ সালে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করে টুর্নামেন্টে তার আধিপত্য শুরু করেন।[\[২৩\]](#)



অস্ট্রেলীয় ফাস্ট বোলার হিসেবে গ্লেন ম্যাকগ্রাথ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অন্য যেকোন বোলারের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।-

- গ্লেন ম্যাকগ্রাথ ২টি রেকর্ড বাদে সকল রেকর্ডেই প্রতিনিধিত্ব করছেন।
- লাসিথ মালিংগা হচ্ছেন ১ম ব্যক্তি যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২০০৭ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের - ৪ কোন খেলায় ধারাবাহিকভাবে-যে বলে ৪টি উইকেট লাভ করে বিরল ইতিহাস গড়েছেন।^[৩৮]
- চামিন্দা ভাস ২০০৩ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম তিন বলে হ্যাট্রিক উইকেট দখল ৪ বলে ৫ সহ- করেন।
- এছাড়াও, চেতন শর্মা, ভারত; সাকলায়েন মুশতাক, পাকিস্তান এবং ব্রেট লি, অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ ক্রিকেটে হ্যাট্রিক - করেন।^{[৩৯][৪০]}
- ভারতের চেতন শর্মা হচ্ছেন বিশ্বকাপের ইতিহাসে ১ম বোলার হিসেবে হ্যাট্রিক করার বিরল রেকর্ড অর্জন করেন।

রেকর্ডের ধরণ	১ম		২য়		সূত্র
সবচেয়ে বেশী উইকেট লাভ	 গ্লেন ম্যাকগ্রাথ	৭১	ওয়াসিম আকরাম	৫৫	^[৪১]
বোলিং গড় (কমপক্ষে ১০০০ বল ডেলিভারী)	 গ্লেন ম্যাকগ্রাথ	১৮.১৯.	 ইমরান খান	১৯.২৬.	^[৪২]
ইকোনোমী রেট ওভার প্রতি-বল ১০০০ কমপক্ষে)	এন্ডি রবার্টস	৩২৪.	 স্যারইয়ান (বোথাম	৩৪৩.	^[৪৩]



ডেলিভারী(
স্ট্রাইক রেট (কমপক্ষে ১০০০ বল ডেলিভারী( গ্লেন ম্যাকগ্রাথ	২৭৫.	 ইমরান খান	২৯৯.	[৪৪]
সেরা বোলিং বিশ্লেষণ	 গ্লেন ম্যাকগ্রাথ : অস্ট্রেলিয়া বনাম (২০০৩) নামিবিয়া	১৫ রানের বিনিময়ে ৭ উইকেট	 এণ্ড্রু বিকেল : অস্ট্রেলিয়া বনাম (২০০৩) ইংল্যান্ড	২০ রানের বিনিময়ে ৭ উইকেট	[৪৫]
ধারাবাহিকভাবে সবচেয়ে বেশী উইকেট লাভ	 লাসিথ মালিংগা , শ্রীলংকা	৪ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০০৭	 চেতন শর্মা , ভারত  সাকলায়েন মুশতাক , পাকিস্তান  চামিন্দা ভাস , শ্রীলংকা  ব্রেট লি , অস্ট্রেলিয়া	৩ বনাম নিউজিল্যান্ড, ১৯৮৭ ৩ বনাম জিম্বাবুয়ে , ১৯৯৯ ৩ বনাম বাংলাদেশ, ২০০৩ ৩ বনাম কেনিয়া, ২০০৩	[৪৬]

রেকর্ডের ধরণ

১ম

২য়

সু
ত্র

টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশী উইকেট দখলধারী  [গ্লেন ম্যাকগ্রাথ](#) (২৬টি) [২০০৭](#) [৪৭]
 [চামিন্দা ভাস](#) (২৩টি) [২০০৩](#)

২০০৩ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চামিন্দা ভাস, শ্রীলংকা; ব্রেট লি, অস্ট্রেলিয়া এবং গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, অস্ট্রেলিয়া -
প্রত্যেকেই ২০টিরও বেশী উইকেট লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। [৪৭]



এডাম গিলক্রিস্ট বিশ্বকাপের ইতিহাসে সফলতম উইকেটকিপারের মর্যাদা পেয়েছেন।






সেরা ফিল্ডারের মর্যাদা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ইতিহাসে (১৯৭৫ থেকে অদ্যাবধি) বিভিন্ন ধরনের হলেও সেরা উইকেটকিপার হিসেবে সংশ্লিষ্ট ক্রীড়ামোদীরা সকলেই অস্ট্রেলিয়ান [উইকেটকিপার](#) কাম ব্যাটস্ম্যান [এডাম গিলক্রিস্টকে](#) একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি একই সংগে একটি টুর্নামেন্টে ও একটি ম্যাচে সর্বাধিকসংখ্যক ব্যাটস্ম্যানকে আউট করার বিরল কৃতিত্বের দাবীদার হয়েছেন।

[সম্পাদনা] সামগ্রিকভাবে

রেকর্ডের ধরণ	১ম		২য়		সূত্র
উইকেটকিপার কর্তৃক সবচেয়ে বেশী আউট	এডাম গিলক্রিস্ট	৫২	কুমার সাংগাকারা	৩২ ^৮	[৪৮]
ফিল্ডার কর্তৃক সবচেয়ে বেশী কট আউট	রিকি পন্টিং	২৫ ^৮	সনাথ জয়সুরিয়া	১৮ ^৮	[৪৯]

[সম্পাদনা] একটি টুর্নামেন্টে

রেকর্ডের ধরণ	১ম			২য়			সূত্র
উইকেটকিপার হিসেবে সবচেয়ে বেশী আউট করেছেন	এডাম গিলক্রিস্ট	২১	২০০৩	কুমার সাংগাকারা	১৭	২০০৩ ২০০৭	[৫০]
ফিল্ডার কর্তৃক সবচেয়ে বেশী কট আউট	রিকি পন্টিং	১১	২০০৩	অনিল কুম্বলে	৮	১৯৯৬	[৫১]


				 ডেরিল কালিনান	১৯৯৯	
				 দীনেশ মোংগিয়া	২০০৩	
				 ব্রেট লি	২০০৩	
				 বীরেন্দ্র	২০০৩	
				শেহবাগ	২০০৭	
				 পল কলিংউড		


[সম্পাদনা] একটি ম্যাচে

রেকর্ডের ধরণ

১ম





সু
ত্র

উইকেটকিপার হিসেবে সবচেয়ে বেশী আউট করেছেন  [এডাম গিলক্রিস্ট](#) ৬ [২০০৩](#) [\[৫২\]](#)





ফিল্ডার হিসেবে সবচেয়ে বেশী ক্যাচ ধরেছেন  [মোহাম্মদ কাইফ](#) ৪ [২০০৩](#) [\[৫৩\]](#)

[সম্পাদনা] অতিরিক্ত রান

এক্সট্রা বা অতিরিক্ত একটি ক্রিকেটীয় পরিভাষা যা ব্যাটসম্যান কর্তৃক ব্যাটকে বলের সাথে সংযোগ না ঘটিয়েই রান করা। অথবা, নো-বলে ব্যাটসম্যান কর্তৃক রান করলে ঐ রানটি সংশ্লিষ্ট ব্যাটসম্যানের রানের সাথে যুক্ত হলেও বোলার কর্তৃক আরো একটি বল যুক্ত হবে, রানও মাশুল গুণতে হবে। সাধারণত অতিরিক্ত রান পৃথকভাবে স্কোরকার্ডের সাথে যুক্ত হয়ে দলের রান বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। অস্ট্রেলিয়ার স্কোরকার্ডে এক্সট্রা'র পরিবর্তে সানড্রি শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়।


রেকর্ডের ধরণ	১ম		২য়		সু ত্র
এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশী অতিরিক্ত রান প্রদানকারী	 স্কটল্যান্ড vs  পাকিস্তান , ১৯৯৯	৫৯ ৫) বাই , ৬ লেগ বাই , ৩৩ ওয়াইড , ১৫ নো বল)	 ভারত vs  জিম্বাবুয়ে , ১৯৯৯	৫১ বাই ০), ১৪ লেগ বাই , ২১ ওয়াইড , ১৬ নো বল ([৫৪]

২০১১ সালে বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বে বিভিন্ন দেশে ৯ বার অনুষ্ঠিত হয়। সবচেয়ে বেশী চারবার ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ডের মাঠগুলো বেশী ম্যাচ আয়োজনের সুযোগ পেয়েছে।

রেকর্ডের ধরন	১ম		২য়		সূত্র
সবচেয়ে বেশী ম্যাচ আয়োজক	 হেডিংলি স্টেডিয়াম, লীডস	১২	 টেন্ট ব্রিজ, নটিংহ্যাম  ওল্ড ট্রাফোর্ড ক্রিকেট গ্রাউণ্ড, ম্যানচেস্টার  এজবাস্টন ক্রিকেট গ্রাউণ্ড, বার্মিংহাম	১১	[৫৫]

[সম্পাদনা] আম্পায়ার

ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্টিভ বাকনার (১৯৯২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত) বিশ্বকাপের ৫টি ফাইনালে আম্পায়ারের গুরুদায়িত্ব সফলভাবে পালন করেন যা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ইতিহাসে বিরল রেকর্ড হয়ে রয়েছে।[\[৫৬\]](#) এছাড়াও তিনি ইংল্যান্ডের আম্পায়ার ডেভিড শেফার্ডের তুলনায় মাত্র দু'টি ম্যাচ কম আম্পায়ারিং করেছেন।[\[৫৭\]](#)

রেকর্ডের ধরন	১ম		২য়		সূত্র
সবচেয়ে বেশী ম্যাচে আম্পায়ার হিসেবে অংশগ্রহণকারী	 ডেভিড শেফার্ড, ইংল্যান্ড	৪৬	স্টিভ বাকনার, ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৪৪	[৫৭]



[সম্পাদনা] অংশগ্রহণ



অস্ট্রেলীয় খেলোয়াড়েরা সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় চারটি বিশ্বকাপের ফাইনালে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের দাবীদার হয়েছেন। যারা ৫টি বিশ্বকাপে খেলেছেন তাদের শীর্ষ ১০ তালিকা প্রদান করা হলো।[\[১৬\]](#)




রেকর্ড	১ম		২য়		সূত্র
বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশী অংশগ্রহণ	 গ্লেন ম্যাকগ্রাথ  রিকি পন্টিং	৩৯	 সনাথ জয়াসুরিয়া  ওয়াসিম আকরাম	৩৮	[১৬]

- এন্ডারসন কামিন্স এবং কেপলার ওয়েসেলস এ দু -'জন খেলোয়াড় বিশ্বকাপে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দেশের হয়ে অংশ নেন।

২০ বছরের কম বয়সী ৩২ জন খেলোয়াড় বিশ্বকাপ ক্রিকেটে খেলেছেন। তন্মধ্যে ২১ জনই ভারতীয় উপ-মহাদেশের।[\[৫৮\]](#) এছাড়াও, অদ্যাবধি ১৪ জন খেলোয়াড় এ প্রতিযোগিতায় ৪০ বা এর বেশী বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। [\[৫৯\]](#)

রেকর্ড	১ম			২য়			সূত্র
সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড়	 তালহা জুবায়ের	১৭ বছর ৭০ দিন	২০০৩	 অ্যালেক্সি কারভিজি	১৭ বছর ১৮৬ দিন	২০০৭	[৫৮]

সবচেয়ে বেশী বয়সী খেলোয়াড়	 নোলান ক্লার্ক	৪৭ বছর ২৫৭ দিন	১৯৯৬	 জন ট্রাইকোস	৪৪ বছর ৩০৬ দিন	১৯৯২	[৬০]
---------------------------------	---	-------------------	----------------------	---	-------------------	----------------------	----------------------

রেকর্ড	১ম		২য়		সূ ত্র
অধিনায়ক হিসেবে বেশী ম্যাচ খেলেন [৬১]	 সিটফেন ফ্লোরিং	২৬ ম্যাচ	 মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন	২৩ ম্যাচ	[৬২]
সবচেয়ে বেশী গড়ে জয়ী অধিনায়ক [৬১]	 রিকি পন্টিং[^]	১০০ ২২) % (খেলায়)	ক্লাইভ লয়েড	৮৮ ১৭) % (খেলায়)	[৬২]